

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-৩১২৯

আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

ভারতের নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ বৈঠকে নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ

চলমান এস আই আর -এর সময় যেসব ব্যক্তিকে নোটিশ জারি করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে, যদি তাদের নামে ম্যাপ করা না থাকে এবং যৌক্তিক অসঙ্গতি থাকে, তাহলে বি এল ও-রা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে নথিপত্র সংগ্রহ করবেন এবং এরপর ই আর ও-এর সিদ্ধান্তের জন্য সেগুলি ECINet-এ আপলোড করবেন। এই ব্যক্তিদের ই আর ও/এ ই আর ও অফিসে শুনানির জন্য ডাকার প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র ব্যক্তিক্রমী পরিস্থিতিতে, ERO-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শুনানি অনুষ্ঠিত হবে, সম্ভব হলে অনলাইনে। প্রয়োজনে, পরিবারের যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে নির্বাচক তার পক্ষে শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমোদন করতে পারবেন। অনলাইন শুনানির সুবিধাগুলি আরও শক্তিশালী করা হবে।

ii. ডি ই ও-রা (জেলা নির্বাচন আধিকারিক) প্রয়োজন অনুযায়ী রাতের আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসকারী মানুষ, শ্রমিক, দরিদ্র মানুষ, গৃহহীন ব্যক্তি প্রভৃতি মানুষের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক হেল্প ডেস্ক তৈরি করবেন/বিশেষ শিবিরের আয়োজন করবেন।

iii. এস আই আর-এর জন্য Form 6-এর সঙ্গে সংযুক্ত ঘোষণাপত্রটি সুপ্রিম কোর্ট বহাল রেখেছে। এস আই আর-বহির্ভূত সময়ের জন্য, নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য ফর্মগুলি ব্যবহার করা হবে।

iv. মাঠ পর্যায়ের আধিকারিকদের তাদের আইনগত ক্ষমতা অনুযায়ী ECINet ব্যবস্থায় ভূমিকাভিত্তিক প্রবেশাধিকার রয়েছে। সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার-এর নেতৃত্বে এবং IIT/IIIT-এর একজন বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি কমিটি ECINet পর্যালোচনা করবে, যাতে এটি আইন ও বিধির বিধানগুলি মেনে চলছে কিনা তা পুনরায় যাচাই করা যায় এবং কমিশনের কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়া যায়। গত কয়েক মাসে রাজ্যগুলির সি ই ও-দের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে পোর্টালের বিভিন্ন উন্নয়ন ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের আধিকারিকদের আরও কোনও নমনীয়তার প্রয়োজন হলে, তা কার্যকর করা হবে। এখন থেকে IT মডিউল ও পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্ত নতুন উদ্যোগ কমিশনের অনুমোদনের আগে Committee of Officers -এ অলোচনা করা হবে।

V. CEO Delhi-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, কমিশন দাবি ও আপত্তি দাখিলের সময়সীমা ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। নোটিশ এবং দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির সময়সীমা ৩০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও, CEO Maharashtra-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুরোধ অনুযায়ী, মহারাষ্ট্রে দাবি ও আপত্তি দাখিলের সময়সীমা কমিশন ১২ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। মহারাষ্ট্রে নোটিশ এবং দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির সময়সীমা ১০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

vi. কমিশনের সমস্ত বৈঠকের জন্য এজেন্ডা আগেই প্রচার করা হবে এবং বৈঠকের কার্যবিবরণী জারি করা হবে।

vii. সমস্ত আধিকারিকের APARs নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, অর্থাৎ প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

***২য় পাতায়

viii. আধিকারিকদের বিদেশ সফরের জন্য কমিশনের অনুমোদন নেওয়া হবে।

ix কমিশনের আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে কমিশনাররা যে সমস্ত নির্দেশ জারি করবেন তা যথাযথভাবে পালন করা হবে।

২. বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ ২০টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এস আই আর ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এস আই আর চলাকালীন বা তার পরে যাদের নামে বাদ পড়েছে এবং তরুণ/প্রথমবারের ভোটার -সহ যে কোনও বক্তি, তাদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চলামান সংশোধন প্রক্রিয়ার অধীনে সংশ্লিষ্ট ই আর ও-এর কাছে আবেদন করতে পারবেন। সি ই ও- দেব এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সি ই ও, ডি ই ও এবং ই আর ও- রা এই ধরনের ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য অবিলম্বে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করবেন।

৩. আরও এবার স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে-

ক্যাবিনেট সচিবকে পাঠানো চিঠিটি কমিশন বা IT বিভাগের কোনও নীতিগত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না, এটি ই সি আই-তে ডেপুটেশনে কর্মকত একজন আধিকারিকের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের জারি করা কাজ পুনর্বন্টনের নির্দেশগুলি দুই কমিশনারের নির্দেশের পর বাস্তবে কার্যকর করা হয়নি এবং ডি ই সি- এর IT বিভাগের উপর তদারকিও বাস্তবে কখনও প্রত্যাহার করা হয়নি।

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে কমিশন সারা দেশে এস আই আর- সহ একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিহার দিয়ে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ এবং আরও ৩০টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য ২৪.৬.২০২৫ তারিখে জারি করা SIR-এর আদেশ কমিশনের সর্বসম্মত অনুমোদনে জারি করা হয়েছিল। ২৭. ৫.২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টও এই আদেশ বহাল রেখেছে। ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য এস আই আর- এর সময়সূচি ২৭.১০.২০২৫ তারিখে এবং ১৯টি রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য ১৪.৫.২০২৬ তারিখে কমিশনের সর্বসম্মত অনুমোদনে জারি করা হয়েছিল। তৃতীয় পর্যায়ের অবশিষ্ট ১২টি রাজ্যে চূড়ান্ত প্রকাশনা সম্পন্ন হওয়ার পরেই মোট ভোটারের চূড়ান্ত সংখ্যা জানা যাবে।

গোয়ার সি ই ও সংশ্লিষ্ট বি এল ও- দেব বাদ পড়া ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ফর্ম সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ৯৭ জন ভোটারের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১ জনের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য Form 6 পূরণ করেছেন।

২৬.৯.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই প্রেস নোটিটি জারি করা হয়েছে এবং এটি কমিশনের অনুমোদনপ্রাপ্ত। ভারতের নির্বাচন কমিশনের এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।
